মা-মণি

বর্দ্ধমান জেলার গলসী গ্রামের শ্রীহেরম্বনাথ বসু মহাশয়ের জৈষ্ঠাকন্যা সরোজিনীর জন্ম সন্ ১২৯০ এর ২৬শে চৈত্র সোমবার (ইং ৭ই এপ্রিল ১৮৮৪)। সযত্নে আদরে লালিত-পালিত কন্যার সে যুগের প্রথামত বিবাহ হয় ১০ বৎসর বয়সে, বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামের শ্রীহরিহর মিত্রের সঙ্গে। কার্য্যোপলক্ষে তাঁরা বসবাস করতেন কোলকাতায়। "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর শিষ্য শ্রীহরিদাস বসু মহাশয় সম্পর্কে সরোজিনীর দাদামহাশয়। তাঁর সহায়তায় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর জামাতা ও শিষ্য শ্রীশ্রীজগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের নিকট সরোজিনী দীক্ষালাভ করেন ২৩শে আশ্বিন ১৩২০ শ্রীশ্রীঁবিজয়াদশমী, বৃহস্পতিবার (ইং ৯/১০/১৯১৩ সালে)। সাধন দিয়ে তিনি বললেন – "শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তোমাকে এই সাধন দিচ্ছেন।" সাধনের অঙ্গস্বরূপ বিধিনিষেধ ও নিয়মনিষ্ঠা সমস্তই এই সঙ্গে নির্দেশ করে দিলেন। সেই থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে যথারীতি সাধন ভজন করে আসছেন।

১৩৪৮ সালের ২৫শে কার্তিক (ইং ১০/১১/১৯৪১) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন আকস্মিকভাবে দেহান্তর ঘটলো তাঁর স্বামীর। সংসারে তখন তিনি একা। আত্মীয়-স্বজন বলতে ভাই শ্রীসুধীর কুমার বসু, অন্যান্য বোনেরা ও তাদের সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গ। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশ এলো ভিতর থেকে –"কারুর সাহায্য নেবেনা, এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেনা, যা করতে হয় আমিই সব ব্যবস্থা করবো।"

এরপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশে কোলকাতা ছেড়ে ধামবাস করতে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে এলেন ১৩৫৪ সালে(১৯৪৭ খৃঃ)। ১৩৫৬ সালে (ইং ১৯৪৯ খৃঃ) অন্তরের তীব্র আকর্ষণে ভাদ্রমাসে শতসহস্র বাধা-অসুবিধা উপেক্ষা করে করুণাময় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে এলেন, হরিদ্বার কুম্ভমেলার প্রাক্কালে বৈষ্ণব সাধুসন্তদের মিলন হয় শ্রীবৃন্দাবনে – তারই সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে।

এই মহাতীর্থেই তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের দিক্ উন্মোচিত হল শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কৃপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে। যোগিজনবাঞ্ছিত দেবদূর্লভ অবস্থা লাভ করলেন। ইহলোক ও পরলোকের দূর্ভেদ্য অন্তরাল অপসারিত হল। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস উপভোগ ও সম্ভোগ করলেন - আসনে বসে গুরুদত্ত নাম জপ করতে করতে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, এ বুঝি তাঁর মস্তিষ্ক বিকার। কিন্তু এ অবস্থা ক্রমশঃই স্থিতিলাভ করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দর্শন দিয়ে আশ্বাস দিলেন - এ মস্তিষ্ক বিকার নয়, লীলাদর্শন। গুরুকৃপায় তাঁর এই দিব্যাবস্থা লাভ হয়েছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আরও নির্দেশ দিলেন - তাঁর এই লীলাদর্শন দিনপঞ্জীর মত তারিখ দিয়ে লিখে রাখতে। তাঁর আদেশেই এই 'মা-মনি' নাম প্রচলিত হল।

তখন থেকেই মা-মণি যেখানেই থাকুন, আসনে বসে গুরুদত্ত নাম জপ করতে করতে তাঁর যে অবস্থা লাভ হয় তাতে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, অন্যান্য মহাত্মা, মহাপুরুষগণ, দেবতা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সপার্ষদ, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সবার দর্শনলাভ, কথাবার্তা, উপদেশাদি স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে সংগৃহীত একটি "গোপালের চিত্রপটে" শ্রীশ্রীগোপালের আবির্ভাব ও নিত্যলীলা প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ হতে আরম্ভ হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে দুইমাস অতিবাহিত করে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর আদেশে ১৩৫৬ সালের ২১শে কার্তিক(ইং ৭/১১/১৯৪৯) মা-মণি কোলকাতা রওনা হলেন।

এর কিছুকাল পর অন্তরের ব্যাকুলতায় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দেশে পুনরায় শ্রীধামপুরী যাত্রা করেন ও ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ (ইং ১৬/০৫/১৯৫০) থেকে সেখানে পুনরায় তাঁর লীলাদর্শনাদি শুরু হয়। তখন থেকেই বরাবর স্থায়ীভাবে ঐখানেই ধামবাস করেছেন। তাঁর এইসব দিব্যদর্শনাদির বিবরণ, তাঁর লেখা, বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে পত্রোত্তর কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিষয়ে মা-মণি নিজেই লিখেছেন –

"এরপর থেকে অদ্যাবধি যেখানেই থাকি প্রত্যহই লীলাদর্শন ও কথাবার্তা হয়। রাত ১০টার পর থেকে সারারাত তাঁদের কাছে নিত্যলীলায় থাকি, কথাবার্তা হয়, উপদেশ ও চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার থাকলে তা দেন। এ অবস্থা আমার সাধনবলে হয়নি। দীক্ষার পর প্রায় ৩৬ বছর পরে কৃপা করে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমার এই অবস্থা খুলে দেন। এ যে কি জিনিস কল্পনায় আনা যায়না, ভাষায় সেসব রূপের কথা, সে আনন্দের কথা প্রকাশ করা যায়না।

আরও লিখেছেন, "আমি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিনা। বাংলাভাষাতেই একপ্রকার বর্ণজ্ঞানহীন বললেই হয়, অথচ কঠিন কঠিন সংস্কৃত স্তোত্র, স্তব, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি সব লিখে যাই ; কি করে লিখি নিজেই বুঝতে পারিনা, অবাক হয়ে যাই।

সেইসব লেখার কিছু কিছু শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত- ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড ও পরিশিষ্ট", "শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা", "শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলা", "ঋষিবাণী", "সারসংগ্রহ মাধুরিমা", "ত্রিবেণী", "অমরবাণী" প্রভৃতি বইগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অধ্যাত্ম জীবনের উন্মেষে বহু ভক্ত, সাধু, ধর্মজিজ্ঞাসু তাঁর সঙ্গে আলাপ ও ধর্মবিষয়ে আলোচনা করে শান্তিলাভ করেন। এঁদের সকলকেই শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাঁর বাণী, কৃপা, করুণা, পত্রোত্তর ও আশীর্বাদের অমৃতধারা মা-মণি'র মাধ্যমে সুরধুনির মত প্রবাহিত করে ধন্য ও কৃতার্থ করেছেন।

এইভাবে সকলকে আনন্দ বিতরণ করে ৮৪ বৎসর বয়সে সন্ ১৩৭৩ এর ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার (ইং ২২/১২/১৯৬৬) মা-মণি নশ্বরদেহ ত্যাগ করে অনন্তকালের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি